করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র ৩১ দফা নির্দেশনা

১) করোনাভাইরাস সম্পর্কে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।এ ভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) লুকোচুরির দরকার নেই, করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন।

৩) পিপিই সাধারণভাবে সকলের পরার দরকার নেই। চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পিপিই নিশ্চিত করতে হবে। এই রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত পিপিই, মাস্কসহ সকল চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা এবং বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ
সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৪) কোভিড-১৯ রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত সকল চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, এ্যাম্বুলেন্স চালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৫) যারা হোম কোয়ারেন্টাইনে বা আইসোলেশনে আছেন, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে।

৬) নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন।

৭) নদীবেস্টিত জেলাসমূহে নৌ-এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রাখতে হবে।

৯) পরিচ্ছন্নতা নিশ্চত করা। সারাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।

১০) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয় এ দুর্যোগে

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাগণ যথাযথ ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন- এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

১১) ত্রাণ কাজে কোন ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

১২) দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে।

১৩) সোশ্যাল সেফটিনেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৪) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেন স্থবির না হয়, সে বিষয়ে যথাযথ নজর দিতে হবে।

১৫) খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক প্রকার ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। কোন জমি যেন পতিত না থাকে।

১৬) সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। যাতে বাজার চালু থাকে।

১৭) সাধারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ।

১৮) জনস্বার্থে বাংলা নববর্ষের সকল অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে যাতে জনসমাগম না হয়। ঘরে বসে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নববর্ষ উদযাপন করতে হবে।

১৯) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজের সকল স্তরের জনগণকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রশাসন সকলকে নিয়ে
কাজ করবে।

২০) সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে সমন্বয় করে ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২১) জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসন ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবেন।

২২) সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন: কৃষি শ্রমিক,

দিনমজুর, রিক্সা/ভ্যান চালক, পরিবহন শ্রমিক, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, স্বামী পরিত্যক্তা/বিধবা নারী এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখাসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

২৩) প্রবীণ নাগরিক ও শিশুদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৪) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সকল সরকারি কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

২৫) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও নিয়মিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৬) আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করবেন না। খাদ্যশস্যসহ প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে।

২৭) কৃষকগণ নিয়মিত চাষাবাদ চালিয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে।

২৮) সকল শিল্প মালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিজ নিজ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখবেন।

২৯) শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন।

৩০) গণমাধ্যম কর্মীরা জনসচেতনতা সৃষ্টিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গুজব ও অসত্য তথ্য যাতে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩১) গুজব রটানো বন্ধ করতে হবে । ডিজিটাল প্লাটফর্মে নানা গুজব রটানো হচ্ছে। গুজবে কান দিবেন না এবং গুজবে বিচলিত হবেন না।

সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গায় নাইটিঙ্গেল ক্রিকেট একাডেমির পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ

করোনা’র ভয়াবহতা রোধে সরকার ঘোষিত লক ডাউনে থাকা কর্মহীন দিন মুজুরদের পাশে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে চুয়াডাঙ্গা নাইটিঙ্গেল ক্রিকেট একাডেমি।

শুক্রবার বিকেল ৩ টায় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার প্রত্যন্ত পল্লী ভেদামারী গ্রামের কর্মহীন নারী-পুরুষ দিন মুজুরদেরকে জন প্রতি ৫ কেজি চাউল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি ডাউল, ১ কেজি সয়াবিন তৈল, জীবানু নাশোক সাবান ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা নাইটিঙ্গেল ক্রিকেট একাডেমির পরিচালক কোচ ও চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক ইসলাম রকিব বলেন, অনেকে শহরের প্রান্তিক জনগোষ্টিকে সহায়তা করলেও প্রত্যন্ত পল্লীতে সহায়তার পরিমান কম।

সে কারণে গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে খাবার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সহায়তা করা হচ্ছে।

স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে শুরু করছে উহানের নাগরিকরা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় তিন মাস অবরুদ্ধ থাকার পর ধীরে ধীরে জীবনযাপন স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে চীনে। করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর হার কমে আসায় কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছেন দেশটির নাগরিকরা।

শপিংমল-দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে, চালু হয়েছে গণপরিবহনও।

চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস ৩ হাজার ৩২২ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। সেই সঙ্গে আক্রান্ত হয়েছেন ৮১ হাজার ৬২০ জন। তাদের মধ্যে ৭৬ হাজারেরও বেশি মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।
এদিকে, বিশ্বের প্রতি উহানবাসীর বার্তা-আতঙ্ক নয়, করোনা মোকাবেলায় হতে হবে সচেতন। উহানের এক বাসিন্দা জানান, দুদিন হলো দোকান খুলেছি। অল্প হলেও ক্রেতারা আসছেন। আগে যেখানে একটা ২২০ থেকে ২৪০ কেজি গরুর মাংস বিক্রি করতাম, সেখানে এখন সর্বোচ্চ ১০ কেজি বিক্রি হয়।

এরইমধ্যে খুলে দেয়া হয়েছে সাবওয়ে। চলছে অন্যান্য গণপরিবহনও। তবে ব্যক্তিগত গাড়ি এবং ট্যাক্সি কম। যাত্রীরা জানালেন, আমরা ভয়কে জয় করতে শিখেছি। করোনা আমাদের আর হারাতে পারবে না।

গেল বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে প্রথম ধরা পড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। এরপর বিশ্বের অন্তত ২০০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এ ভাইরাস। এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১০ লাখ ৩০ হাজার এবং মৃতের সংখ্যা ৫৪ হাজার ছাড়িয়েছে। এ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বিশ্বব্যাপী।

তবে করোনা মোকাবেলায় দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় উহান প্রশাসন, পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া হয়। ভাইরাসটির প্রকোপ ঠেকাতে লকডাউন করা হয় পুরো শহর এবং প্রদেশ।

প্রায় ছয় কোটি জনসংখ্যার প্রদেশটির প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে স্বাস্থ্য সেবা দেন কর্মীরা। ফলে কমে আসে ভাইরাসের বিস্তার। প্রায় ২ মাস পর প্রত্যাহার করা হয় লকডাউন। উহানের আরেক বাসিন্দা জানালেন, বিশ্ববাসীকে বলতে চাই করোনায় ভয় বা আতঙ্ক নয়, সতর্ক হোন সবাই। নিয়মিত শরীরচর্চা করুন, স্বাস্থ্যকর খাবার খান, পরিষ্কার থাকুন। তাহলেই করোনাকে রুখে দেয়া সম্ভব।

নতুন করে আক্রান্ত হওয়ার হার কমতে থাকায় কর্মীরা কাজে ফিরে যেতে শুরু করেছেন। কারখানা, স্কুল, জনসমাগম এবং পর্যটন স্থানগুলো আবার খুলতে শুরু করেছে। অবশেষে কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুর সদরে ১১৫০ পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে ত্রান সামগ্রী

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজস্ব তহবিল থেকে ১টি পৌরসভা ও ৫টি ইউনিয়নে ত্রান বিতরন করা হয়েছে।
শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ থেকে পৌরসভা ও ৫টি ইউনিয়নে ত্রান সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।
সেখান থেকে সাধারণ নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়।
সদর উপজেলার ১১৫০ পরিবারের মাঝে এই ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হবে। প্রতিটি পরিবারকে ৫ কেজি চাল, ২কেজি আলু, ১ কেজি ডাল ও আধা লিটার তেল দেওয়া হচ্ছে।
মেপ্র/এমএফআর

২৪ ঘণ্টায় ফোনকল এসেছে ৬৫ হাজার ৯৮৪টি: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। বাংলাদেশেও হানা দিয়েছে করোনা। এ ভাইরাস মোকাবেলা করণীয় ও পরামর্শ দিতে

সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) হটলাইন চালু করেছে।

এ হটলাইনে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাস সন্দেহে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১১ লাখ ৯৪ হাজার ১১৮টি ফোনকল এসেছে। আর গত ২৪ ঘণ্টায় এসেছে ৬৫ হাজার ৯৮৪টি কল। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬২৬৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন, ৩৩৩ এবং আইইডিসিআর এর হটলাইনে কলগুলো আসে।

শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান ডা. মো. হাবিবুর রহমান। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখার এই পরিচালক বলেন, এখন পর্যন্ত মোট ৬১টি জনের দেহে করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ জন। কোনো মৃত্যু নেই। আর আপনারা জানেন, এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মোট ৬ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এখন পর্যন্ত ২৬ জন মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। আমাদের পর্যবেক্ষণ বা চিকিৎসায় আছেন ২৯ জন। এর মধ্যে হাসপাতালে আছেন ২২ জন। আর নিজেদের বাড়িতে পূর্ণ পর্যবেক্ষণের মধ্যে আছেন ৭ জন।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ২৮ হাজার ৬০টি পিপিই সংগ্রহ এবং ৭১ হাজার কিট মজুদ রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অন্যান্য যেসব ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা হয়েছে, সেখান থেকে তিনজনের দেহে করোনাভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাদের আইসোলেশন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে যেহেতু এগুলো নতুন ল্যাবরেটরি, কাজেই তাদের ফলাফল আমরা নতুন করে যাচাইবাছাই করবো।

সুত্র-যুগান্তর

করোনা আতঙ্কে ২২২ বছর পর বাতিল হতে পারে হজ

সৌদি আরবে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন করে ১৬৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। এই নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ১ হাজার ৮৮৫ জনে। মোট মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের।

এদিকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দেশটির মক্কা, মদিনা ও রাজধানী রিয়াদসহ আজইয়াদ, আল মাসাফি, মিসফালাহ, আল হুজুন, নাকাসা ও হোশ বকর এলাকায় প্রবেশ বা বহির্গমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারফিউ চলাকালীন সময়ে শুধু চিকিৎসা ও নিত্যপণ্য কেনাকাটায় বাইরে যাওয়া যাবে।

এমন পরিস্থিতিতে চলতি বছর মুসলমানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় জমায়েত পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে কিনা সেটা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তবে ইসলামের ইতিহাসে হজ বাতিলের ঘটনা আগেও ঘটেছে। এর আগে প্রায় ২২২ বছর আগে ১৭৯৮ সালে হজ বাতিল করা হয়েছিল।
এছাড়া, করোনা ভাইরাসের কারণে হজ অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা জানতে মুসলিম সম্প্রদায়কে অপেক্ষা করতে বলেছে সৌদি আরব। দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী মোহাম্মদ বাতেন মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এ কথা বলেছেন। এর আগে মার্চের প্রথম দিকে করোনাভাইরাসের কারণে ওমরাহ স্থগিত করেছিল সৌদি। সেই স্থগিতাদেশ এখনও বহাল আছে।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সাকিব দিচ্ছেন করোনা শনাক্তকরণ কিট

যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টিনে আছেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু থেমে নেই সাকিবের জনসেবা কার্যক্রম। ‘সাকিব আল হাসান ফাউন্ডেশন’ নিয়ে গরিব, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এরই মধ্যে ২ হাজার দুস্থ পরিবারকে সাহায্য করছে এই সংস্থা।

এবার কনফিডেন্স গ্রুপের সঙ্গে এককাট্টা হলো সাকিবের ফাউন্ডেশন। দেশের বড় এই শিল্পগোষ্ঠীর সহায়তায় করোনা শনাক্তকরণ কিট দিতে যাচ্ছে তারা।

গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাকিব। এটি করতে পেরে নিজের সন্তুষ্টির কথাই জানিয়েছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডার, ‘আমি খুবই গর্বের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে কনফিডেন্স গ্রুপ “সাকিব আল হাসান ফাউন্ডেশন”–এর সঙ্গে মিলে সর্বমোট ২০ লাখ টাকার একটি তহবিল গঠনে সহায়তা করেছে। এই তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বেশ কিছু স্বনামধন্য হাসপাতাল ও মেডিকেল ইনস্টিটিউটকে করোনা শনাক্তকরণ কিটের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।’

ভবিষ্যতে সাকিব আল হাসান ফাউন্ডেশন ও কনফিডেন্স গ্রুপ মিলেমিশে আরও মানুষের কল্যাণে কাজ করবে বলে আশাবাদী সাকিব, ‘আমি কনফিডেন্স গ্রুপের সঙ্গে একজোট হয়ে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে আরও কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি।’

সুত্র- প্রথম আলো

চীনের শেনজেনে কুকুর বিড়াল খাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা

চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ গুয়াংগংয়ের শেনজেন শহরে কুকুর ও বিড়াল খাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এর ক্রয়-বিক্রয়ও।

প্রথম শহর হিসেবে বৃহস্পতিবার এই নিষেধাজ্ঞা দেয় শেনজেন কর্তৃপক্ষ। আগামী ১ মে থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। এ খবর দিয়েছে বিবিসি।

গত বছরের ডিসেম্বরের শেষের দিকে চীনের উহান থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে করোনাভাইরাস। উহানের বন্যপ্রাণী বেচাকেনার এক বাজার থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করছেন অনেকে। এরপর থেকেই বন্যপ্রাণী খাওয়া ও বেচাকেনার ব্যাপারে কঠোর হয় চীন।

প্রাণীবিষয়ক সংস্থা হিউম্যান সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল (এইচএসআই) অনুসারে, এশিয়ায় প্রতি বছর খাওয়ার উদ্দেশ্যে ৩০ লাখের বেশি কুকুর হত্যা করা হয়। তবে চীনে কুকুরের মাংস খাওয়ার রীতি অতটা জনপ্রিয় নয়।

বেশির ভাগ চীনাই কখনও কুকুরের মাংস খাননি বলে দাবি করেন। শেনজেন শহর সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে কুকুর ও বিড়াল মানুষের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ। এখন থেকে এই প্রাণীগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

হংকং, তাইওয়ান ও উন্নত দেশগুলোকে এই প্রাণীগুলোর মাংস খাওয়ার ওপর ইতোমধ্যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

এদিকে কিউবায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগী শনাক্ত করছেন মেডিকেল শিক্ষার্থীরা। কেউ আক্রান্ত হলে বাড়িতেই তাকে সেবা দিচ্ছেন। ওষুধ-পথ্য আছে কিনা, খোঁজখবর নিচ্ছেন। অধিবাসীদের কেউ বিদেশিদের সংস্পর্শে এসেছে কিনা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে কিনা- এমন নানা প্রশ্ন করছেন। ছোট্ট দেশজুড়ে এভাবে সেবা দিয়ে চলেছেন প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষার্থী।

মহামারী শুরু হওয়ার পরপরই নজিরবিহীন এ পদক্ষেপ নেয় দেশটির

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। শুধু তাই নয়, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চিকিৎসক পাঠাচ্ছে দেশটির সরকার।

এ মূহূর্তে অন্তত ৫৯টি দেশে ২৯ হাজারের বেশি কিউবান ডাক্তার রয়েছে।

মহামারী ছড়িয়ে পড়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র ও নিুআয়ের দেশগুলোতে মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

‘তথ্য গোপন করে করোনাভাইরাস মহামারী এড়ানো যাবে না’-রিজভী

তথ্য গোপন করে করোনাভাইরাসের মহামারী এড়ানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, সরকারের তথ্য গোপন নীতির কারণেই দেশের করোনা পরিস্থিতির আসল চিত্র ফুটে উঠছে না।

ভেতরে ভেতরে সংক্রমণ হতে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে। বরং সঠিক তথ্য দিয়ে এ রোগের ভয়াবহতা বুঝিয়েই জনগণকে কোয়ারেন্টিন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ, সুরক্ষা ও প্রতিকারে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য দিয়ে মানুষের আস্থা তৈরি করা উচিত।

রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, সরকারের ‘তথ্য গোপন পলিসি’র সমালোচনা করার কারণে

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কয়েকদিনে বিএনপির ১২ নেতাকর্মী ও চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অবিলম্বে তাদের মুক্তি দিন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে রোগের পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তবে দেশে পরীক্ষা নিয়ে নানা জটিলতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিংবা সরকারি পরিসংখ্যানের আপডেট এখন কেউ আর বিশ্বাস করছে না। অন্ধ হলেই কি বন্ধ হবে প্রলয়!

রিজভী বলেন, পরীক্ষা বাড়ানোর পাশাপাশি লকডাউন ও কোয়ারেন্টিনকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের শঙ্কা, হঠাৎই বাড়তে পারে ভয়াবহতা। সেক্ষেত্রে লকডাউন চালিয়ে যাওয়া, আরও বেশি বেশি টেস্ট করে পজেটিভ রোগী খুঁজে আইসোলেশনে নিয়ে আসা কাজে আসতে পারে।

‘এ সংকটময় সময়েও বিএনপির নেতাকর্মীরা জনগণের পাশে দাঁড়ায়নি, তারা সরকারের সমালোচনা করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপতৎপরতায় লিপ্ত’- বুধবার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন মন্তব্যের সমালোচনা করেন রিজভী। তিনি বলেন, কাদের সাহেবকে বলতে চাই, গণতন্ত্রকে জাদুঘরে পাঠিয়েছেন বলেই সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরাকে অপতৎপরতা হিসেবে অভিহিত করছেন। আপনাদের গণতান্ত্রিক মানস নেই বলেই সমালোচনা শুনলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ মহাদুর্যোগে যখন মানুষ জাতীয় ঐক্যের কথা বলছে তখন ওবায়দুল কাদের সাহেবের বক্তব্য বিভাজন ও বিভেদেরই প্রতিফলন।

যখন করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হল তখন আমরাই রাজপথে নেমেছি, সারা দেশের সর্বত্র প্রথম সচেতনতা শুরু করেছি। আমরা ও আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ দুঃসময়ে দেশের সব রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, শ্রেণি-পেশার সংগঠন অর্থাৎ সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করার প্রথম আহ্বান জানিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে রিজভী বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ২৬ মাস বিনা দোষে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল। তাকে সাময়িক মুক্তি দেয়া হয়েছে। তিনি গুলশানের নিজ বাসায় অবস্থান করছেন। এমতাবস্থায় তার নিরাপত্তার জন্য চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব আইজিপি বরাবর আবেদন করলেও এ বিষয়ে এখনও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অবিলম্বে খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশের আইজিপির কাছে অনুরোধ করছি।

সুত্র-যুগান্তর

হাসপাতাল-ক্লিনিক-চেম্বার বন্ধ থাকলে ব্যবস্থা: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে হাসপাতাল ও ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে চিকিৎসা না পেয়ে ফেরত আসার অভিযোগ করছেন কেউ কেউ। এমতাবস্থায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক হুশিয়ার করে বলেন, বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও প্রাইভেট চেম্বারগুলো থেকে রোগীরা সেবা না পেয়ে ফিরে গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

করোনার সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে তিনি এ হুশিয়ারি দেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে করোনা শনাক্ত হওয়ার পর বেসরকারি হাসপাতালগুলো সেবা কম দিচ্ছে। ক্লিনিক ও চেম্বারগুলো অনেকাংশে বন্ধ আছে। কাজেই জাতির এই দুঃসময়ে আপনাদের পিছপা হওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি মন্ত্রীর আহ্বান, আপনারা মানুষের পাশে দাঁড়ান, মানুষকে সেবা দিন। আমরা কিন্তু এটা লক্ষ্য করছি। পরবর্তীকালে যা যা ব্যবস্থা নেয়ার আমরা কিন্তু সেসব ব্যবস্থা নিতে পিছপা হব না।

মন্ত্রী জানান, নতুন করে ৫ জনের দেহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা

পড়েছে। এ নিয়ে ৬১ জন করোনা রোগী রয়েছেন দেশে।

করোনাভাইরাসের লক্ষণ-উপসর্গ দেখা দিলে পরীক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে জাহিদ মালেক বলেন, আশা করি সবাই পরীক্ষা করার জন্য আসবেন। পরীক্ষা করলে নিজেও নিরাপদে থাকবেন, জানতে পারবেন, আপনার অবস্থাটা।

সুত্র-যুগান্তর